৭) দেবী চণ্ডী চরিত্রটি আলোচনা কর।

→ কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা যে চণ্ডী দেবীকে পাই তিনি সম্পূর্ণ পৌরাণিক চণ্ডী নন* লৌকিক ও পৌরাণিক মিশ্রনে গঠিতা, তবে অনার্য বা বৌদ্ধ অথবা যে-কোনও উৎস থেকেই চণ্ডীর উদ্ভব হোক না কেন, মুকুন্দরামের কাব্যে ইনি স্পষ্টতই পুরাণ আশ্রিত দেবী।*

সতী, পার্বতী ও অভয়া — চণ্ডীর এই ত্রিবিধ মূর্তি কিভাবে কবির হাতে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে তা এখন কাব্যদেহ বিশ্লেষনে আলোচনা করব।

প্রথমে দেখি রাজনন্দিনী দক্ষকন্যা সতী শ্মশানবাসী শিবের সঙ্গে অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের সহিত সংসার যাত্রা নির্বাহ করছেন, প্রজাপতি দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন, কিন্তু কন্যা-জামাতা অনিমন্ত্রিত। তবুও সতী পিতৃগৃহে হাস্যমুখর পরিবেশ কল্পনা করে স্বামীর কাছে আবেদন করেছেন —

"অনুমতি দেহ হর যাইব বাপের ঘর
যজ্ঞমহোৎসব দেখিবারে।"

দীর্ঘকালীন পিতা-মাতার অদর্শন ও পরিজন, প্রতিবেশীহীন স্থান সতীকে ব্যাকুল করে তুলেছে। তাঁর একাকীত্বের যন্ত্রণা তিনি স্বামীর কাছে অনুমতি চাইতে গিয়ে প্রকাশ করেছেন —

"সুমঙ্গল সূত্র করে আইনু তোমার ঘরে
পূর্ণ হইল বৎসর পাঁচ-সাত।"

বাঙালি নারীর চিরন্তন আকুতি প্রকাশ পেয়েছে সতীর পিত্রালয়ে যাওয়ার প্রত্যাশায়। সতী পিতাকে যজ্ঞালয়ে যে-ভাবে নিমন্ত্রণ না করার জন্য যে ভাবে প্রতিবাদ করেছেন তা দেবী চরিত্রের পরিচয় না দিয়ে বাঙালি ঘরের স্বামী-প্রাণা রমণীর চরিত্রকে তুলে ধরেছেন। তীব্র অভিযোগের সাথে পিতাকে সর্বসমক্ষে বলেছেন ——

"শিবে নিমন্ত্রণ বাপা নাহি দিলে কেনে।
অহঙ্কারে মাতিয়া কিছু না দেখ নয়নে।।"